ভূমিকা

সাধারণত এই গবেষণার শিরোনাম ও অধ্যায়গুলো দেখে আমাদের মনে যে সব প্রশ্ন দেখা যায় সেগুলো হল— ১. লোকজ উপাদান কী? ২. ১৯৮১-২০০০ খ্রিস্টাব্দ নেওয়ার কারণ কী? ৩. নির্বাচিত উপন্যাসগুলোর বিশেষত্ব বা উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি নেওয়ায় প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

প্রথম যে প্রশ্নটি আমাদের মনে আসে সেটি হল— লোকজ উপাদান কী? ইংরেজি 'Folklore'-এর সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ ধরা হয় 'লোকসংস্কৃতি'। তবে '-Folk'-এর প্রতিশব্দ 'লোক' শব্দটি গৃহীত হলেও 'lore'-এর প্রতিশব্দ রূপে দেখা দিয়েছে— কলা, কৃষ্টি, যান, চর্যা, বার্তা, ঐতিহ্য প্রভৃতি। আর লোকজ উপাদান বলতে আমরা এই লোকসংস্কৃতিকেই বুঝবো। অর্থাৎ লোকজ উপাদান হল লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই লোকজ উপাদানকে বুঝতে লোকসংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে— ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি এবং খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি।

ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Material Folklore): লোকজ জীবনে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত বস্তুসমূহকেই এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে যে বিষয় বিরাজমান তা হল— লোকযান, লোকঅস্ত্র, লোকযন্ত্র, লোকশিল্প, লোকপোশাক-পরিচ্ছদ, লোকপ্রযুক্তি, লোকখাদ্য, লোকঔষধ, লোকনেশা, লোকতৈজস ইত্যাদি।

খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Formalised Folklore): এই লোকজ উপাদানটি মূলত লোকায়ত সমাজজীবনে মনের ভাব বিনিময়, আনন্দ-বেদনা, বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের মনের মধ্যে নানান বিশ্বাস সংস্কার সত্য মিথ্যার বেড়াজালে বন্দি। যেমন— আমরা সকাল থেকে ঘুমানো

পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকি। লোকসংস্কৃতির এই লোকজ উপাদানটি টোটেম ট্যাবু নামে পরিচিত। এই পর্যায়ের উপাদানগুলি হল— লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকছড়া, লোকপ্রবাদ, লোককথা, লোকগালিগালাজ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে লোকজ উপাদান সম্পর্কিত কয়েকটা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে— বরুণকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদিত 'লোকজ শিল্প', বরুণকুমার চক্রবর্তীর 'লোকজ সংস্কৃতির প্রেরণা ও প্রেক্ষিত', অবনীভূষণ ঠাকুরের 'ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার', শাহরিয়ার হোসেন শাবিন এর 'বাংলাদেশের লোকজ খেলনা'। এছাড়াও অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। সেগুলো হল— বরুণকুমার চক্রবর্তীর 'লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধান' গ্রন্থে ঊনবিংশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় লোকজ উপাদান'। সুখবিলাশ বর্মা, অভিজিৎ দাশ, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত উত্তরের লোকসংস্কৃতির ধারা (প্রথম খণ্ড) একটি উত্তরপ্রসঙ্গ সংকলনে (রাসমেলা, ২০১৯) একটি প্রবন্ধের শিরোনাম প্রাবন্ধিক বিশ্বজিৎ নন্দীর 'আচ্চিক জনজাতি গোষ্ঠীর লোকজ উৎসব' আর আচ্চিক জনগোষ্ঠী বলতে এখানে গারো জনজাতিকে বোঝায়। কলকাতা থেকে ধনঞ্জয় ঘোষাল সম্পাদিত 'বলাকা' (বর্ষ-২৭, সংখ্যা-৩৬, ফেব্রুয়ারি-২০০৮) সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকায় দুটো প্রবন্ধের শিরোনাম হল— ক. নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে লোকজ উপাদান : আফরোজা খাতুন, খ. লোককথায় নারী : লোকজ জীবনের দৈনন্দিন নানা আচার— শামস্ আল্‌দীন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল— ১৯৮১-২০০০ খ্রিস্টাব্দ নেওয়ার কারণ কী? প্রথমত গবেষণাকর্মটিকে সংক্ষিপ্ত এবং সূক্ষ্মভাবে করার জন্য এই সময়পর্বকে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া আর পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ জেলা নিয়ে 'রাজশাহী ডিভিশন' তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল একসময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দোলাচলতা তা উভয় দেশের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা বড়ো প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবে এই রাজনৈতিক পালাবদলের সময় দুই দেশের মানুষের স্থানান্তর ঘটে। এই স্থানান্তরের দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদান-প্রদান ঘটে যায়। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যে তার একটা প্রভাব পড়ে। তা নিদর্শন রয়েছে দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে। যেমন— স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলা থেকে আগত নমশূদ্ররা উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাজবংশীদের সঙ্গে একত্রে এসে বসবাস করলে সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। ফলে একটি মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয়। আবার অশোক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গ পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— "১৯৪৭ সন। এবারে বহু আত্মত্যাগ ও বহু প্রতীক্ষার পর ভারত স্বাধীন হল। উত্তরবঙ্গও স্বাধীন হল। কিন্তু তার এক বড়ো অংশ চলে গেল ওপার বাংলায়। উত্তরবঙ্গ তার উর্বর কৃষিজ এক বিরাট অংশকে হারাল। ওপার বাংলার হাজার হাজার বর্ণহিন্দু বাঙালি চলে এল এ উত্তরবঙ্গে। আসা শুরু হল ১৯৪৭ সনে। এরপর তারা একনাগাড়ে এসেছে ১৯৭১ অবধি। আজও ওরা আসছে। এবার ওরা একা নয়; ওদের সঙ্গে কিছু মুসলমান ভাই-বোনরা আসতে লাগলেন।"

তৃতীয় যে প্রশ্নটি আমাদের মনে আসে সেটি হল— নির্বাচিত উপন্যাসগুলোর বিশেষত্ব কী বা উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি নেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? প্রশাসনিক ও সাহিত্যে 'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি বহুল প্রচলিত। তবে, পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে একমত 'উত্তরবঙ্গ' একসময় 'পৌণ্ড্রদেশ' নামে অভিহিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল— পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ), সমতট (পূর্ববঙ্গ), কামলঙ্কা (কুমিল্লা), তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণবঙ্গ) ও কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ)। এছাড়া আসাম ও কোচবিহার নিয়ে তৈরি হয়েছিল কামরূপ রাজ্য। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' বা 'পৌণ্ড্রদেশ' যখন বল্লাল সেন দ্বারা বঙ্গদেশে অন্তর্ভুক্ত হল তখন তা 'বরেন্দ্রভূমি' বা 'বারেন্দ্র' নামে পরিচিত হল। এই বরেন্দ্রভূমিই যে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ সেই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এই উত্তরবঙ্গের বনভূমি, কৃষিভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদী-উপনদী-শাখানদী, চা-বাগিচা, ছোটো-বড়ো গ্রামগঞ্জ, শহর জুড়ে রয়েছে

বহুবিচিত্র জাতি-জনজাতির জীবনচর্চা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার, সংস্কৃতিচর্চা। কালের স্রোতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। সবই পরিবর্তনশীল। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তবে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতি সর্বদায় কম পরিবর্তনশীল। বাংলা সাহিত্যের আবহমান কালের লেখকেরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, নতুনত্বের খোঁজে তাদের রচনার মধ্যে তুলে ধরেছেন বিষয় ভাবনায় নিজ নিজ জীবনদর্শনের নবচেতনার আলেখ্য। কেউ-বা জন্মসূত্রে (অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, তিলোত্তমা মজুমদার প্রমুখ) আবার কেউ-বা কর্মসূত্রে (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কেউ-বা ওপার বাংলা থেকে এসে (বিমল ঘোষ) উত্তরবঙ্গের জল, মাটি, মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁদের রচনার মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার নানা দিক তুলে ধরেছেন।

নির্বাচিত উপন্যাসগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যই হল উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপট এবং নানা জনগোষ্ঠীর লোকজ উপাদানের অন্বেষণ। এই উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এর পূর্বেও বহু গবেষণা হয়েছে। তবে নানা জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, মিশ্র সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা এই সন্দর্ভে আলোচনা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভে অধ্যায় নির্মাণে নির্দিষ্ট খ্রিস্টাব্দের ক্রম অনুসারে নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে নানা জাতি-জনজাতির লোকজ উপাদানের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন— প্রথম অধ্যায়ে নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসগুলোতে লোকজ উপাদানের অন্বেষণ করে তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসগুলো। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'উত্তরবঙ্গের লোকজ উপাদানের পরিচয়' অংশে নানা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন লোকজ উপাদানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আটটি উপন্যাস খ্রিস্টাব্দের ক্রম অনুসারে নির্বাচিত করা হয়েছে। এখানে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপট, নানা জাতি-জনজাতির লোকজ উপাদানের বৈচিত্র্য, মিশ্র সংস্কৃতি ও ভাষার বিবর্তনের ধারা এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় 'তুলনামূলক আলোচনায় উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসের লোকজ উপাদানের বিশেষত্ব'-এ

নির্বাচিত ও উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের লোকজ উপাদানের তুলনামূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সন্দর্ভ রচনায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।